43640 - হজ্ব ও উমরার যে সময়গুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছেন

প্রশ্ন

প্রশ্ন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হজ্ব ও উমরা আদায় করেছেন তখন কোন কোন সময়ে তিনি দোয়া করেছেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ্। প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই,

জেনে রাখুন- আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দিন- হজ্ব ও উমরা পালনকারী আল্লাহর মেহমান ও আল্লাহর কাছে আগত প্রতিনিধি। আল্লাহ তাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন কিছু দেয়ার জন্য, পুরস্কৃত করার জন্য। সহিহ হাদিসে এসেছে- "আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী, হজ্ব ও উমরা পালনকারী আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি তাদেরকে ডেকেছেন তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা করেন তিনি তাদেরকে দান করেন।"[সুনানে ইবনে মাজাহ, দেখুন: সিলসিলা সহিহা (১৯২০)]

আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় দান হচ্ছে- তারা ফিরে যাবে সেদিনের মত যেদিন তাদের মা তাদেরকে প্রসব করেছিল অথচ তারা এসেছিল গুনাতে মুহ্যমান হয়ে, দোষত্রুটিতে ভারাক্রান্ত হয়ে।আল-করিম, আর-রহিম (সুমহান, অসীম দয়ালু) এর দরজায় অবস্থান নেয়ার পর তারা সে স্থান ত্যাগ করবে গুনাহ থেকে হালকা হয়ে, আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টিতে অভিষিক্ত হয়ে। সহিহ হাদিসে এসেছে-"যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করল কিন্তু পাপ কথা বা কাজ করল না সে তার গুনাহ থেকে এভাবে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে।"

পবিত্রময় সেই সত্তা, সুমহান তার যাত যিনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে একজন মুসলমানের গুটিকয়েক পদক্ষেপের বিনিময়ে পাপে ভরা আমলনামাগুলো ভাঁজ করে রাখেন। কতইনা মহৎ এই সফর! এই সফর হতে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয় তার আর কি পাওয়ার থাকে! আর যে ব্যক্তির এই সফরের নসীব হয় সে এমন কিই-বা হারায়! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মাবরুর হজ্বের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।" হজ্বের মধ্যে যে সময়গুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দোয়া করছেনে সগেুলো হচ্ছ-

১. সাফা পাহাড়ে দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কভিাবে হজ্ব আদায় করছেনেসে বর্ণনা দয়িে জাবরি (রাঃ) যে লম্বা একটা হাদসি বর্ণনা করছেনে তাতআেছে- তনি সাফা পাহাড় দয়িে শুরু করছেনে। সাফা পাহাড়রে একবোরে শীর্ষে উঠছেনে যাতে কাবাকে দখেতে পান। এরপর কবিলামুখি হন এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও মহত্বরে ঘোষণা দয়িে বলনে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারকিা লাহ। লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়নি কাদরি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদা, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা।

অর্থ- "নইে কোনে উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তাঁর শরীক নইে। রাজত্ব তাঁর জন্য। প্রশংসা তাঁর জন্য। তনি সর্ববষিয়ে ক্ষমতাবান। নইে কোনে উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তনি প্রতশি্রুতি পূর্ণ করছেনে। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করছেনে এবং তনি একাই সকল দলকে পরাজতি করছেনে। এরপর তনি দোয়া করনে। এভাবে তনিবার বলছেনে।"[সহহি মুসলমি (১২১৮)]

২. মারওয়া পাহাড়রে উপর দোয়া করা। দললি হচ্ছ- পূর্বোক্ত হাদসি। তাতে রয়ছে- এরপর তনি মারওয়ার উদ্দশ্যে রওয়ানা হন। যখন তনি বাতনে ওয়াদি পৌঁছনে তখন তীব্রভাবে দৌঁড় দনে। এভাবে মারওয়াতে পৌঁছান এবং সাফার উপরে যা যা করছেনে মারওয়ার উপরওে তা তা করনে।[সহহি মুসলমি (১২১৮)] ৩. আল-মাশআর আল-হারামরে সন্নকিটে দোয়া করা। পূর্বোল্লখেতি হাদসিে রয়ছে- "এরপর তনি কাসওয়াতে (তাঁর উট) আরোহণ করে 'আল-মাশআর আল-হারাম' এ আসনে। তারপর কবিলামুখী হয়ে দোয়া করনে। তাকবীর উচ্চারণ করনে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়নে ও আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করনে। আকাশ ভালভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সখোনে অবস্থান করনে।[সহহি মুসলমি (১২১৮)] ৪. আরাফার দনি দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছ- আরাফার দনিরে দোয়া।[তরিমজি (৩৫৮৫) শাইখ আলবানী "সহহিুল জাম"ে গ্রন্থে হাদসিটকিে হাসান বলছেনে] ৫. ছোটে পলিার ও মধ্যবর্তী পলিারে কংকর নক্ষিপে করার পর দোয়া করা। ইমাম বুখারী তাঁর সহহি গ্রন্থে সালমে বনি আব্দুল্লাহ থকেে বর্ণনা করনে য,ে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর নকিটবর্তী পলিারে সাতটি কংকর নক্ষিপে করতনে। প্রত্যকেটি নক্ষিপেরে সাথে তাকবীর বলতনে। এরপর একটু সামনে এগয়িে এসে নীচু জায়গায় কবিলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে হাত তুলে দোয়া করতনে। এরপর পূর্বরে মত মধ্যবর্তী পলিারওে কংকর নক্ষিপে করতনে। তারপর উত্তর পার্শ্বরে নীচু জায়গায় এসে কবিলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে হাত উচু করে দোয়া করতনে। এরপর উপত্যকার একবোরে নীচে অবস্থতি 'আকাবা পলিার' কংকর নক্ষিপে করতনে।

নিক্ষেপের পর আর দাঁড়াতেন না। তিনি বলতেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবেই আমল করতে দেখেছি।[সহিহ বুখারী (১৭৫২)] আল্লাহই ভাল জানেন।